দৈনিক
দেশবাংলা
ঢাকা সোমবার : ২৪ শ্রাবণ ১৪১২ বাংলা : ৮ আগস্ট ২০০৫

'স্বপ্ন আর আশা আছে বলেই মেলায় এসেছি'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উচিত। কারণ বেকারদের তো পয়সা থাকে না। তারা ঢাকার মেলায় আসবে কি করে।

ফারহানা সুলতানা শীলা : এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করা ফারহানা সুলতানা শীলা চাকরির আবেদনপত্র জমা দেয়ার জন্য জব ফেয়ারে এসেছিলেন। দেশবাংলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, মার্কেটিং ম্যানেজার পদের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছি। এছাড়া আরও ৪টি আবেদনপত্র কিনেছি। এগুলোও জমা দেব। কোন পদের জন্য জমা দেবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, মার্কেটিং বিষয়ক পদগুলোতেই আবেদন করব। চাকরি পাবেন আশা করেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আশা করেই তো আবেদনপত্র জমা দিচ্ছি। তবে চাকরি হবে কিনা তা জানি না। হলে তো ভাল। নাহলে তো কিছু করার নেই।

মোকাররম হোসেন : গাজীপুর থেকে জব ফেয়ারে এসেছিলেন ডিগ্রি পাস মোকাররম হোসেন। ২টি আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিয়েছেন সকালেই। এখন অপেক্ষার পালা। তাঁর সাথে কথা হয় ওসমানি মিলনায়তনের দোতলায় মৌখিক ইন্টারভিউ বুথের সামনে। ইন্টারভিউয়ের জন্য আপনার ডাক আসছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, জানি না। এখনও তেমন কিছু জানি না। স্ক্রীনের দিকে চোখ রাখছি। যদি ডাক আসে এজন্য এখানেই অপেক্ষা করছি। শুরুর সাথে সাথেই মেলায় প্রবেশ করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে নিয়মানুযায়ী জমা দিয়েছি। এখন কী হবে তা জানার জন্য অপেক্ষা করছি।

অনুষা বিশ্বাস : জগন্নাথ কলেজ থেকে অর্নাস সম্পন্ন করে চাকরির আশায় জব ফেয়ারে এসেছেন লক্ষীবাজারের অনুষা বিশ্বাস। তিনি ৩টি পদে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করেছেন। চাকরি পাবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, জানি না। শুনেছি মাত্র ৩শ' পদের জন্য চাকরির এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ হয়েছে ক[illegible] তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এতো প্রতিযোগির মধ্যে আমার চাকরিটি হবে কিনা এ নিয়ে কিছুটা শঙ্কা কাজ করছে। তবে আমি আশাবাদী। কপালে থাকলে কে

গতকাল ওসমানী মিলনায়তনে জব ফেয়ার-এ অতিথিবৃন্দের একাংশ —দেশবাংলা

জব ফেয়ার-এ চাকরি প্রত্যাশীরা ফরম পূরণ করছেন —দেশবাংলা